

# সূরা ১১১ : মাসাদ/লাহাব, মাক্কী <sup>মَكِّيَّة</sup> سورة المسد

(আয়াত ৫, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٥، رُكُوعَاتُهَا : ١)

|   |  |
|---|--|
| পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু<br>আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।            | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.         |
| (১) ধ্বংস হোক আবু লাহাবের<br>হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে<br>নিজেও। | ١. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ          |
| (২) তার ধন সম্পদ ও তার<br>উপার্জন তার কোন উপকারে<br>আসেনি।        | ٢. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا<br>كَسَبَ |
| (৩) অচিরেই সে শিখা বিশিষ্ট<br>জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ<br>করবে,   | ٣. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ              |
| (৪) এবং তার স্ত্রীও - যে ইক্ষন<br>বহন করে।                        | ٤. وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ         |
| (৫) তার গলদেশে খর্জুর<br>বাকলের রজ্জু রয়েছে।                     | ٥. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ            |

## সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার কারণ এবং রাসূলের (সাঃ) প্রতি আবু লাহাবের ঔদ্যততা

সহীহ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতহা’ নামক স্থানে গিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে ‘ইয়া সাবা’হা’হ, ইয়া সাবা’হা’হ’ (অর্থাৎ ‘হে লোকসকল! তোমরা তাড়াতাড়ি এসো’ বলে ডাক দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুরাইশরা সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন : ‘যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, সকালে অথবা সন্ধ্যাবেলা শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?’ সবাই সম্মুখে বলে উঠল : ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব।’ তখন তিনি তাদেরকে বললেন : ‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির আগমনের সংবাদ দিচ্ছি।’ আবু লাহাব তার এ কথা শুনে বলল : ‘তোমার সর্বনাশ হোক, এ কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছ?’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৯)

অন্য এক রিওয়াযাতে আছে যে, আবু লাহাব দাঁড়িয়ে তার হাতের ধূলা-বালি ঝেড়ে নিম্ন লিখিত বাক্য বলতে বলতে চলে গেল :

‘তোমার প্রতি সারাদিন অভিশাপ বর্ষিত হোক। তুমি কি এ জন্য আমাদেরকে ডেকেছ?’ সূরাটির প্রথম অংশ হচ্ছে আবু লাহাবের বিরুদ্ধে বদ দু‘আ এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ওর পরিচিতি। আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। তার নাম ছিল আবদুল উয্বা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব। তার কুনইয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবু উৎবাহ। তার সুদর্শন ও কাস্তিময় চেহারার জন্য তাকে আবু লাহাব অর্থাৎ শিখা বিশিষ্ট বলা হত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকৃষ্টতম শত্রু। সব সময় সে তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং তাঁর ক্ষতি সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকত।

রাবীআ’হু ইব্ন আব্বাদ (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘যুল মাজায’ বাজারে দেখেছি, সেই সময় তিনি বলছিলেন : ‘হে লোকসকল! তোমরা বল : আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে।’ বহু লোক তাঁর চার পাশে জড় হত। আমি লক্ষ্য করতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনেই গৌরকাস্তি ও সুডোল দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী ট্যারা চোখ বিশিষ্ট এক লোক, যার মাথার চুল দুপাশে সিঁথি করা, সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলল : ‘হে লোকসকল! এ লোক বে-দীন ও মিথ্যাবাদী।’ মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই ইসলামের দা‘ওয়াত দিতেন সেখানেই এই সুদর্শন

লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে থাকত। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল : ‘এ লোকটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু লাহাব।’ (আহমাদ ৪/৩৪১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় সুরাইয (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আবু জিনাদ (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা আবু জিনাদ (রহঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঐ বর্ণনায় আবু জিনাদ (রহঃ) বলেন, আমি রাবিয়াহকে (রাঃ) বললাম : আপনি কি তখন খুব ছোট ছিলেন? তিনি বললেন : না, আল্লাহর শপথ! আমি তখন অনেক বুদ্ধিমান ছিলাম, ফুট বাঁশি বাজানোয় আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী ব্যক্তি। (আহমাদ ৪/৩৪১)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাছ বলেন مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, ‘কাসাব’ অর্থ হচ্ছে শিশু-সন্তান। আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন সীরীন (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/৬৭৭)

আল্লাহ তা‘আলা এ সূরায় বলছেন : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক! না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে, আর না তার সন্তান তার কোন উপকারে আসবে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন তখন আবু লাহাব বলতে লাগল : ‘যদি আমার ভতিজার কথা সত্য হয় তাহলে আমি কিয়ামাতের দিন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তানদেরকে আল্লাহকে ফিদিয়া হিসাবে দিয়ে তাঁর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করব।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার ধন সম্পদ ও তার সন্তান তার কোন কাজে আসবেনা।

## আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের আবাস স্থল জাহান্নাম

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অচিরেই সে দক্ষ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবু লাহাব তার স্ত্রীসহ জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরাইশ নারীদের নেত্রী। তার কুনিয়াত ছিল উম্মু জামীল, নাম ছিল আরওয়া

বিন্ত হারব ইব্ন উমাইয়া। সে আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর বোন ছিল। তার স্বামীর কুফরী, হঠকারিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল সহকারিণী, সহযোগিনী। এ কারণে কিয়ামাতের দিন সেও স্বামীর সঙ্গে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। কাঠ বহন করে সে তা ঐ আগুনে নিক্ষেপ করবে যে আগুনে তার স্বামী জ্বলবে। তার গলায় থাকবে আগুনের পাকানো রশি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। অর্থাৎ সে স্বামীর ইন্ধন সংগ্রহ করবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **مَسَد** শব্দের অর্থ হল খেজুর গাছের আঁশের দ্বারা তৈরী জাহান্নামের রশি। (দুররুল মানসুর ৮/৬৬৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আতিয়াহ আল জাদালী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথ দিয়ে চলতেন সেই পথে ঐ দুষ্টা রমণী কাঁটা বিছিয়ে রাখত। আল জাওহারী (রহঃ) বলেন, ‘মাসাদ’ অর্থ হচ্ছে আঁশ, ইহা খেজুর গাছের আঁশের তৈরী রশি। উটের চামড়া দিয়ে এবং মোটা পশম দিয়ে তৈরী করা রশিকেও মাসাদ বলা হত। **فِي جِيدِهَا حَبْلٌ** এর বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হল লোহার বেড়ি বা শিকল। (তাবারী ২৪/৬৮১)

### রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আবু লাহাবের স্ত্রীর কষ্ট দেয়া

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা এবং আবু জারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর আল হুমাইদি (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, সুফিয়ান (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, ওয়ালিদ ইব্ন কাসীর (রহঃ) ইব্ন তাদরুস (রহঃ) থেকে, তিনি আসমা বিন্ত আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন **تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ** আয়াতটি নাযিল হয় তখন এক চোখ কানা বিশিষ্ট উম্মে জামিল বিন্তে হারব বিড়বিড় করতে করতে এবং হাতে একটি পাথর নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ঐ দুষ্টা মহিলা বলছিল : ‘সে আমার বাবার সমালোচনা করেছে, তাঁর ধর্মকে আমরা ঘৃণা করি এবং তাঁর সমস্ত আদেশ আমরা প্রত্যাখ্যান

করি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় কা’বা ঘরে বসা ছিলেন। তাঁর সাথে আমার আব্বা আবু বাকরও (রাঃ) ছিলেন। আমার আব্বা তাকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আসছে, আপনাকে আবার দেখে না ফেলে!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘হে আবু বাকর! নিশ্চিত থাকুন, সে আমাকে দেখতেই পাবেনা।’ তারপর তিনি ঐ দুষ্টা নারীকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالًا خَرَةً

حَجَابًا مَّسْتُورًا

তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৫) ডাইনী নারী আবু বাকরের (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলনা। ঐ ডাইনী নারী আবু বাকরকে (রাঃ) বলল : ‘আমি শুনেছি যে, তোমার বন্ধু (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দুর্নাম করেছে অর্থাৎ কবিতার ভাষায় আমার বদনাম ও নিন্দা করেছে।’ আবু বাকর (রাঃ) বললেন : ‘কা’বার রবের শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কোন নিন্দা করেননি।’ আবু লাহাবের স্ত্রী তখন ফিরে যেতে যেতে বলল : ‘কুরাইশরা জানে যে, আমি তাদের সর্দারের মেয়ে।’

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : একবার ঐ দুষ্টা মহিলা নিজের লম্বা চাদর গায়ে জড়িয়ে তাওয়াফ করছিল। হঠাৎ পায়ে চাদর জড়িয়ে পিছলে পড়ে গেল। তখন বলল : ‘মুযাম্মাম ধ্বংস হোক।’ তখন উম্মে হাকীম বিন্ত আবদুল মুত্তালিব বলল : ‘আমি একজন পূত পবিত্র রমণী। আমি মুখের ভাষা খারাপ করবনা। আমি বন্ধুত্ব স্থাপনকারিণী, কাজেই আমি কলঙ্কিনী হবনা এবং আমরা সবাই একই দাদার সন্তান, আর কুরাইশরাই এটা সবচেয়ে বেশী জানে।’ (ফাতহুল বারী ৮/৬১০)

সূরা লাহাব এর তাফসীর সমাপ্ত।